পটল চাষের বিস্তারিত তথ্য

জাতের বিবরণ

জাতের নাম : বারি পটল-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২৭০-৩০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল গাঢ় সবুজ রংয়ের, প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৫০ গ্রাম, লম্বায় ৯-১০ সেমি. এবং ব্যাস ৪.৫-৫ সেমি

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ প্রতি ২৪০ টি ফল ধরে যার ওজন ১০ কেজি

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪০ - ১৫০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫-৩৮

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি পটল-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২৭০-৩০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল গাঢ় সবুজ রংয়ের, প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম, লম্বায় ২৫-৩০ সেমি. এবং ব্যাস ৬-৭ সেমি.

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ প্রতি ৩৮০ টি যার ও ওজন ১০৪কেজি

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১১০ - ১২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৭-৩০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

আশ্বিন-কার্তিক(মধ্য সেপ্টেম্বর- মধ্য নভেম্বর) মাস এবং শীতের শেষে ফাল্গুন-চৈত্র (মধ্য ফেব্রুয়ারি- মধ্য এপ্রিল) মাস

ফসল তোলার সময় :

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় অর্থাৎ লাগানোর ৯০-৯৫ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড পটল-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল ১৩-১৪ সেন্টিমিটার লম্বা, গড় ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজের সংখ্যা তুলনামূলক কম। গাছ প্রতি ফল ১১২-১১৬ টি।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪৮ - ১৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২-৪০

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

(আশ্বিন থেকে ফাল্গুন) অক্টোবর থেকে মার্চ

ফসল তোলার সময় :

ফুল ফোটার ৭-১০ দিন পর ফল সংগ্রহ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ০২/০২/২০১৮।

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী পটলে খাদ্যশক্তি ১৯ কিলোক্যালোরি, আমিষ ১.৮৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৮১ মিলিগ্রাম, শর্করা ৩.৫২ গ্রাম, এছাড়াও রয়েছে লৌহ, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি-২ ইত্যাদি।

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ০২/০২/২০১৮।

পটল এর বীজ ও বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : প্রায় এক বছর বয়সের মোটা আকারের লতা ২০ ইঞ্চি বা একটু বেশি লম্বা করে কেটে নিয়ে রিংয়ের মত করে পৈঁচিয়ে মূল জমিতে বেড়ে লাগানো যায়। এতে ৪-৫ টি গিট মাটির নিচে থাকে এবং একটি গিট মাটির উপরে থাকে।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

পটল একটি পরপরগায়িত উদ্ভিদ। এর স্ত্রী ও পুরুষ ফুল আলাদা গাছে ফোটে। বীজ দ্বারা এর বংশবিস্তার করা হয় না। বীজ থেকে জন্মানো গাছে ফুল আসতে প্রায় দুই বছর সময় লাগে। কন্দমূল অথবা কান্ডের শাখা কলম দিয়ে পটলের বংশবিস্তার করা হয়। শাখা কলমের ক্ষেত্রে পরিপক্ক কান্ড ব্যবহার করা হয়। পটলের কান্ড মরে গেলেও মূল জীবিত থাকে। শীতের শেষে কান্ড থেকে নতুন চারা বের হয়। পটলের শাখা কলম বা লতার কাটিং করার জন্য একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। যেমন-

প্রায় এক বছর বয়সের মোটা আকারের লতা ২০ ইঞ্চি বা একটু বেশি লম্বা করে কেটে নিয়ে রিংয়ের মত করে পৈঁচিয়ে মূল জমিতে বেড়ে লাগানো যায়। এতে ৪-৫ টি গিট মাটির নিচে থাকে এবং একটি গিট মাটির উপরে থাকে।

মূল জমির বেড়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে লাঙ্গল দিয়ে ৬ ইঞ্চি গভীর নালা করে পরিপক্ক লতা লম্বা করে নালায় বিছিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে লতার দুই প্রান্ত মাটির উপরে উন্মুক্ত থাকে।

পরিপক্ক লতা কেটে রিংয়ের মতো করে পৈঁচিয়ে বাড়িতে বা নার্সারীতে ছায়ায় লাগানো হয়। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি গিট মাটি দিয়ে ঢাকা থাকে। এরপর গজানো চারা মূলসহ উঠিয়ে নিয়ে বেড়ে লাগানো হয়।

শাখাকলম লাগানোর সময় মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে কলম শুকিয়ে মারা যায়। এক্ষেত্রে পরিব্যাগে চারা গজিয়ে নিলে মূল জমিতে সময় মতো লাগানো যায়। এ পদ্ধতিতে খরচ কিছুটা বাড়লেও চারার মৃত্যুর হার অনেক কমে যায় ফলে মোট উৎপাদন বেড়ে যায়।

মাটিতে আর্দ্রতা কম থাকলে একটু গভীরে শাখা কলম লাগাতে হয়। তবে বেশি আর্দ্র জমিতে কলম লাগালে তা পচে যেতে পারে।

সুষ্ঠু পরাগায়নের জন্য প্রতি ৯টি স্ত্রী গাছের জন্য ১ টি পুরুষ থাকা আবশ্যিক। পুরুষ গাছগুলো পুরো জমিতে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকতে হবে। কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে পটলের ফলন অনেক বাড়ানো সম্ভব।

[কৃত্রিম পরাগায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

ভাল বীজ নির্বাচন :

বীজ দ্বারা এর বংশবিস্তার করা হয় না। বীজ থেকে জন্মানো গাছে ফুল আসতে প্রায় দুই বছর সময় লাগে। কন্দমূল অথবা কান্ডের শাখা কলম দিয়ে পটলের বংশবিস্তার করা হয়।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : পটলের জমি গভীর করে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করে নিতে হয়। এতে পটলের মূলের বিস্তার সহজ হয় এবং গাছ সহজেই মাটি থেকে পানি ও পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে। জমি চাষ করার পর বেড তৈরি করে নিতে হয়ে। বেড পদ্ধতিতে পটল চাষ করা ভাল। এতে বর্ষাকালে ক্ষেত নষ্ট হয় না। রোপণ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে বেডের প্রস্থ ও রোপণ দূরত্ব কম-বেশি হয়ে থাকে। জমির দৈর্ঘ্য বরাবর সাড়ে ৫ হাত চওড়া বেড তৈরি করে নিয়ে পাশাপাশি দুটি বেডের মাঝে ১ ফুট প্রস্থ এবং ৮ ইঞ্চি গভীর নালা রাখতে হয়। এতে সেচ ও নিকাশের সুবিধা হয়। প্রতি বেডে সাড়ে ৪ হাত দূরত্বে লাঙ্গল দিয়ে ৫-৬ ইঞ্চি গভীর করে দুটি নালা করে নিতে হয়। প্রতি নালায় ২০ ইঞ্চি পর পর ৫-৬ ইঞ্চি গভীরে শাখা কলম লাগাতে হয়। দেশের বৃষ্টিবহুল এলাকায়, সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে, চাষের জন্য বেডের প্রস্থ হবে সোয়া ৩ হাত। প্রতি বেডের মাঝ বরাবর এক সারিতে সোয়া ৩ হাত দূরে দূরে মাদা তৈরি করে মাদায় চারা রোপণ করতে হয়। মাদার আকার হবে যথাক্রমে ২০ ইঞ্চি x ২০ ইঞ্চি x ২০ ইঞ্চি। এক্ষেত্রে সেচনালায় প্রস্থ হবে ১৬-১৮ ইঞ্চি। একসঙ্গে চারা লাগালেও স্ত্রী ফুলের ১০-১৫ দিন পরে পটলের পুরুষ ফুল ফোটে। পুরুষ ফুলের অভাবে প্রথম দিকে ফোটা স্ত্রী ফুলগুলিতে ফল হয় না। তাই মূল জমিতে সারিতে বা মাদায় প্রতি ১০ টি স্ত্রী গাছের পর পর একটি পুরুষ গাছ ১০-১৫ দিন আগেই লাগানো উচিত।

বীজতলা পরিচর্যা : মুড়ি ফসলঃ পটল গাছ থেকে প্রথম বছর ফসল সংগ্রহ করার পর গাছের গোড়া নষ্ট না করে রেখে দিয়ে পরবর্তী বছর পরিচর্যার মাধ্যমে গুঁড়িচারা থেকে যে ফসল পাওয়া যায় তাকেই মুড়ি ফসল বলে। উঁচু জমিতে পটল চাষ করলে মুড়ি ফসল করা যায়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে পুরানো শুকনো লতা কেটে দিতে হয়। তারপর জমির আগাছা পরিষ্কার করে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে দিতে হয়। এতে গাছ নতুনভাবে উদ্ভীপিত হয়। মুড়ি ফসলেও নতুন ফসলের মতো সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে হয়। পটল গাছ একবার লাগালে ৩ বছর পর্যন্ত

ফলন দিয়ে থাকে। পটল গাছে ১ম বছর ফলন কম হয়, ২য় বছর ফলন বেশি হয় এবং ৩য় বছর ফলন কমতে থাকে। একবার লাগানো পটল গাছ ৩ বছরের বেশি রাখা উচিত নয়।

বাউনি বা মাচা দেয়াপটল একটি লতানো উদ্ভিদ। তাই পটল গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি এবং ভাল ফলনের জন্য বাউনি বা মাচা দেয়া অবশ্যই দরকার। : বাঁশের কাঠির সাহায্যে চারা গাছকে মাচায় তুলে দেয়া হয়। এক মিটার উচ্চতায় মাচা বা বাউনি দিলে পটলের ফলন প্রায় দ্বিগুণ পাওয়া যায়। পটলের মাচা বা বাউনি দুই ভাবে দেয়া যায়। বাঁশের তৈরি আনুভূমিক এবং রশি দ্বারা তৈরি খাড়া বা উল্লম্ব। মাচার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে বেডের সমান। পটলের আকর্ষি ছোট হওয়ায় বাউনি যত চিকন আকারের দেয়া যায় ততই ভাল। পটলের মাচা বা বাউনি বেশ খরচ সাপেক্ষ। তাই অনেক এলাকায় পটল চাষীরা বাউনির বদলে মাটির উপর খরকুটা বা কচুরিপানা দিয়ে তার উপর গাছ তুলে দিয়ে থাকেন। এতেও ভাল ফলন পাওয়া - যায় এবং উৎপাদন খরচও কম হয়। তবে পটলের মাটির সংস্পর্শে থাকা অংশ ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে যায় এবং বাজারমূল্য কিছুটা কমে যায়। যেসব এলাকায় বৃষ্টিপাত কম হয় সেসব এলাকায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। তবে রপ্তানীযোগ্য উচ্চ গুণাগুণসম্পন্ন পটল পেতে হলে অবশ্যই বাউনি বা মাচা দিতে হবে।

অঞ্জ ছাটাই পটল গাছ মাচার উঠার আগ পর্যন্ত পাশ দিয়ে বেড়ে ওঠা ডালপালা ছাটাই করে দিতে :হয়। পরবর্তীতে প্রতিবার ফসল সংগ্রহের পর মরা এবং রোগ ও পোকা আক্রান্ত পাতা ও শাখা ছাটাই করে দিতে হয়। এতে ফলধারী নতুন শাখার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ফলন বেশি হন।

তথ্যের উৎস :

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\), ১৮/০২/২০১৮।](#)

পটল এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মাটি পরীক্ষা করার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সহায়তা নিতে হবে।

[মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

সার পরিচিতি :

[সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

ভেজাল সার চেনার উপায় :

[ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	সারের পরিমাণ (প্রতি শতক এর জন্য)
গোবর বা কম্পোস্ট	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১.২ কেজি
টি এস পি	৮২০ গ্রাম
এমপি	৬১০ গ্রাম
জিপসাম	২৪০গ্রাম

[অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

ইউরিয়া ছাড়া অবশিষ্ট সকল সার জমি তৈরির সময় অর্ধেক এবং মাদায় অর্ধেক পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে। ইউরিয়া সার চারা গজানোর ২০ দিন পরপর সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। পটলের জমিতে মাচা না দিলে ইউরিয়াসার দেয়া অসুবিধাজনক। সেক্ষেত্রে অর্ধেক ইউরিয়া বেড়ে এবং বাকী অর্ধেক ইউরিয়া চারা গজানোর ৩০ দিন পর গাছের গোড়ার চারপাশে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। পটলের ফলন প্রথম দিকে বাড়তে থাকে পরে আস্তে আস্তে কমতে থাকে। ফলন একেবারেকমে আসলে মাদার চারপাশ পরিষ্কার করে হালকাভাবে মাটি কুপিয়ে মাদাপ্রতিঅতিরিক্ত ২০-৩০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০-৩৫ গ্রাম টিএসপি এবং ২০-২৫ গ্রাম এমওপিসার প্রয়োগ করলে গাছে নতুন নতুন ফুল ধরে এবং ফলন অনেক বেড়ে যায়। এভাবেদুবাব সার দেয়া যেতে পারে। এলাকা বা মৃত্তিকাভেদে সারের পরিমাণেকম-বেশী হতে পারে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা :

প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে ফল ধারনব্যাহত হবে এবং যেসব ফল ধরেছে সেগুলো আস্তে আস্তে ঝড়ে যাবে। সমস্তজমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকেরাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে কিছুপানি গাছের গোড়ায় সেচ দিন। শুষ্ক মৌসুমে লাউ ফসলে ৫-৭ দিন অন্তর পানি দেয়ারব্যবস্থা করুন।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

পটল গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না, তাই বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি সময়মতো নালা দিয়ে বের করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\)](#), ১৮/০২/২০১৮।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছার নাম : মুখা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ব হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০ টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০ টি চারা রাখা উত্তম।

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ব হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর "জো" আসা মাত্র আগাছা বাছাই।

আগাছার নাম : হাতিসুঁড়

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে জন্মায়। সাধারণত মে-জুন/ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ অংকুরিত হয়। অক্টোবর নভেম্বর/ আশ্বিন কার্তিক মাসের দিকে ফুল হয়।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করতে হবে। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন করতে হবে।

আগাছার নাম : শিয়াল কাঁটা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : বীজ দিয়ে বংশ বিস্তার ঘটে। শীতের শুরুতে চারা জন্মায়, বসন্তে তথা ফাল্গুন-চৈত্রে ফুল ফোটে এবং চৈত্র-বৈশাখে বীজ পাকে।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর "জো" আসা মাত্র আগাছা দমন করতে হবে। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলা মাসের নাম : ফাল্গুন

ইংরেজি মাসের নাম : মার্চ

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : ঝড় বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

পানি বের করার জন্য নালা প্রস্তুত রাখুন। লাইনে বুনুন, যাতে জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করতে সিবুধা হয়।

[কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন](#)

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

তথ্যের উৎস :

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\), ১৮/০২/২০১৮।](#)

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থা

পোকাকার নাম : পটলের ফলের মাছি পোকা

পোকাকার স্থানীয় নাম :: নেই

পোকা চেনার উপায় : ৫৭-১০ মিমি লম্বা লালচে বাদামি মাছির ঘাড়ে ছুদ দাগযুক্ত রেখা আছে। পাখা সবুজ। পাখার নিচের দিকের কিনারায় কালো দাগ আছে।পেট মোটা, স্ত্রী মাছির পেছনে সবু ও চোখা ডিম পাড়ার সুঁইয়ের মতো নল আছে। ডিম সাদা নলের মতো এবং এক দিকে বাঁকা।

ক্ষতির ধরণ : স্ত্রী মাছি কচি ফলের নিচের দিকে ওভিপজিটর ঢুকিয়ে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার স্থান থেকে পানির মত তরল পদার্থ বেড়িয়ে আসে যা শুকিয়ে বাদামী রং ধারণ করে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ফলের শাস খেতে শুরু করে এবং ফল বিকৃত হয়ে যায় এবং হলুদ হয়ে পঁচে বারে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন](#)

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি পরিষ্কার পরেই রাখুন, উত্তমরূপে জমি চাষ দিয়ে পোকাকার পুতুলি পাখিদের খাবার সুযোগ করে দিন।

অন্যান্য :

কচি ফল কাগজ বা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিন। প্রথম ফুল আসা মাত্র প্রতি ১০ শতাংশের জন্য ৩ টি হারে কুমড়াজাতীয় ফসলের ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন। আম বা খেজুরের রসে সামান্য বিষ মিশিয়ে তা জানালা কাটা বোতলে রেখে দিয়ে জমির মাঝে মাঝে ফাঁদ হিসেবে স্থাপন করুন। পাকা মিষ্টি কুমড়া বা কুমড়া জাতীয় ফল ১০০ গ্রাম কুচি কুচি করে কেটে তাতে সামান্য বিষ (যেমন- সপসিন ০.২৫ গ্রাম) মিশিয়ে তা দিয়ে বিষটোপ তৈরী করে মাটির পাত্রে মাঝে মাঝে ফাঁদ হিসেবে স্থাপন করুন।

[সেব ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বিষটোপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পোকাকার নাম : পটলের পাতামোড়ানো পোকা

পোকাকার স্থানীয় নাম : নেই

পোকা চেনার উপায় : ১০ মিলিমিটার আকারের হালকা হলদে থেকে হালকা বাদামি পাখায়ুক্ত মথ। উভয় পাখায় আড়াআড়ি কালো রেখা আছে।

ক্ষতির ধরণ : কীড়া অবস্থায় পাতা মোড়ায় এবং সবুজ অংশ খায়। এটি সাধারণত কচি পাতাগুলো আক্রমণ করে থাকে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

পোকা দমনের জন্য ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা (বিঘা প্রতি ৮-১০ টি) করুন। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পোকাকার নাম : পটলের কাঁটালে/ কাঁটালে পোকা

পোকা চেনার উপায় : ছোট ডিম্বাকার ও লালচে বা হলদে রঞ্জের শক্ত আবরণের পোকা। কীড়া হলদে রঞ্জের ও চ্যাপ্টা, লম্বাটে।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণ বয়স্ক বিটল ও গ্রাব উভয়েই পাতা খায়। আক্রান্ত পাতা ঝাঁঝেরা করে, পরে পাতা শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , শিকড়

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না।

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ক্ষেত পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। আক্রান্ত গাছের পাতার নিচ হালকা ভাবে পানি স্প্রে করে শুকনা ছাই ছিটান, সুমম সার ব্যবহার করুন। পরজীবী বোলতা সংরক্ষণ করুন। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

গাছের পাতার নিচ দিক দিয়ে ছাই ছিটান। ডিম ও কীড়া নষ্ট করা এবং পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পোকাকার নাম : পটলের সাদা মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণ বয়স্ক ও বাচ্চা উভয়েই ক্ষতি করে। চারা গাছ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এরা পাতার রস খায়। আক্রান্ত পাতা বিবর্ণ হয়। পাতা কুকড়ে যায়।

ক্ষতির লক্ষণ : গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায়। পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পরতে পারে। এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়, যেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে। ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিস্তেজ ও কালো দেখায়। গাছের বৃদ্ধি খুবই কম হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড , পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার /২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধুঁস করা। আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে হেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পোকার নাম : পটলের থ্রিপস পোকা

পোকা চেনার উপায় : লম্বাটে, ধূসর, ছোট

ক্ষতির ধরণ : পোকা গাছের কচি পাতা ও ফুলের রস শুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে ও ফল ধরেনা। এরা কচি ফলেও আক্রমণ করে তাই ফল বড় হলে ফলের উপর দাগ দেখা যায়।

ক্ষতির লক্ষণ : কচি পাতা, ডগার রস খেয়ে দুর্বল করে ফেলে। ফুল ও কচি ফল চুষে দাগ ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন। সুষম সার প্রয়োগ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন। পৈয়াজ,বসুন এ জাতীয় বা ধানের বীজতলা কাছে থাকলে সতর্ক থাকুন।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগবালাই ও ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম : পটলের গামি স্টেম ব্লাইট

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ হলে পাতায় পানি ভেজা দাগ দেখা যায়। ব্যাপক আক্রমণে পাতা পচে যায়। কান্ড ফেটে লালচে আঠা বের হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

ব্যবস্থাপনা :

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত বীজ বা চারা ব্যবহার করা।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : পটলের ডাউনি মিলডিউ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : বয়স্ক পাতায় এ রোগ প্রথম দেখা যায়। আক্রান্ত পাতায় গায়ে সাদা বা হলদে থেকে বাদামী রংগের তালির মত দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে অন্যান্য পাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

১. আগাম বীজ বপন করুন

২. সুসম সার ব্যবহার করুন

৩. রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : পটলের শূটি মোল্ড

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত পাতা ও গাছে গায়ে কাল রংগের কালির মত ময়লা দেখা যায়। সাদা মাছি বা স্কেল পোকাকার আক্রমণে শূটি মোল্ড ছত্রাক এ রোগ ছড়ায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড , পাতা , ডগা

ব্যবস্থাপনা :

পোকা দমনের জন্য ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। এবং ছত্রাক দমনে প্রপিকোনাজল জাতীয় বালাইনাশক (যেমন: টিল্ট ২৫০ ইসি ৫ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছের অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : পটলের মোজাইক রোগ

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির লক্ষণ : চারা বা বাড়ন্ত গাছের পাতায় হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয়।

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ হলে গাছে হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা, ফল

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি., ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহসহ জমি নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে জাব পোকা, শোষক পোকা ও জেসিড পাশের জমি বা এ ফসলে আসে কি না তা জেনে ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। আক্রান্ত বীজ ও বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছাঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পটল এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : কচি অবস্থায় সকাল অথবা বিকালে পটল সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণত জাতভেদে ফুল ফোটার ১০-১২ দিনের মধ্যে পটল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফসল এমন পর্যায়ে সংগ্রহ করা উচিত যখন একটি ফল পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু বেশি পরিপক্ব হয়নি। বেশি পরিপক্ব ফলের বীজ বেশি হয় এবং বীজ শক্ত হয়ে যায় ফলে ফসল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়। পটল গাছে ফেব্রুয়ারি থেকে ফল ধরা শুরু হয়ে অক্টোবর পর্যন্ত মোট নয় মাস সংগ্রহ করা যায়। সপ্তাহে কমপক্ষে একবার ফল সংগ্রহ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\), ১২/০২/২০১৮।](#)

পটল এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন :

কন্দমূল অথবা কান্ডের শাখা কলম দিয়ে পটলের বংশবিস্তার করা হয়। শাখা কলমের ক্ষেত্রে পরিপক্ব কান্ড ব্যবহার করা হয়। পটলের কান্ড মরে গেলেও মূল জীবিত থাকে। শীতের শেষে কান্ড থেকে নতুন চারা বের হয়।

তথ্যের উৎস :

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\), ১২/০২/২০১৮।](#)

পটল এর কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

১। বিএডিসি ও সরকারি অনুমোদিত সকল বীজ ডিলার।

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন \(বিএডিসি\) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন](#)

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

[সারডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন](#)

তথ্যের উৎস :

[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন \(বিএডিসি\), ১৬/০২/২০১৮।](#)

পটল এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : হাই স্পিড রোটোরি টিলার।

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

ডিজেল চালিত।

যন্ত্রের ক্ষমতা : প্রচলিত পাওয়ার টিলার যেখানে ৫-৬টি চাষের প্রয়োজন হয়, হাই স্পিড রোটোরি টিলার দিয়ে সেখানে ১-২টি চাষ যথেষ্ট। এটি একটি উন্নত মানের শূকনা জমি চাষের যন্ত্র। ১২অশ্ব শক্তি সম্পন্ন।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

প্রতি ঘন্টায় ০.১ হেক্টরে (২৪ শতাংশ) জমি চাষ করতে পার। প্রচলিত টিলারের তুলনায় ৫০% সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়।

যন্ত্রের রোটোরি ব্লড শ্যাফট উচ্চ গতিতে ঘুরে বিধায় জমির ঢেলা খুব ছোট হয় ও মাটি ভাল গুঁড়া বা মিহি হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও কাদাপানি পরিষ্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মেকানিক দিয়ে যন্ত্র পরবর্তী কাজের জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
জানুয়ারি, ২০১৭।

পটল এর বাজারজাত করণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

বাঁশের বুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান, ট্রলি, পিকাপ ট্রাক, লঞ্চ, শীতাতপ কাভার্ড ভ্যাব, কার্গো বিমানে।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের বুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

গ্রেডিং/ বাছাই করে।

[ফসল বাজারজাতকরণের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন](#)

তথ্যের উৎস :

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\), ১৮/০২/২০১৮।](#)